-::: হিন্দুত্ব সম্পর্কে সাভারকার :::-

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তি হলেন **বিনায়ক দামোদর সাভারকার**। তিনি ২৮ মে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ভাঙ্গুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইতে মৃত্যুবরণ করেন। সাভারকার ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, কর্মী এবং লেখক। তিনি লন্ডনে থাকাকালীন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। সাভারকার কে **হিন্দুত্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবক্তা** বলে গণ্য করা হয়। সাভারকার চেয়েছিলেন সব ধর্ম ও আদর্শের উপরে উঠে সবাই নিজেকে আগে ভারতীয় ভাবুক। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাভারকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

সাভারকার তার কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তার কর্মসূচি সফলের উদ্যোগে **'হিন্দুত্ব'** নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এছাড়া ও তার কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল- হিন্দুরাষ্ট্র দর্শন, Six glorious epochs of Indian history প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি বলেছেন **"গোপালান হেডে গোপুজান নাভেহে"** অর্থাৎ **গরুকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনার থেকে তাকে যত্ন করা উচিত তার প্রাকৃতিক কারণের জন্য**।

তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন **কুসংস্কার** সম্পর্কে আলোচনা করেন যেগুলি ছিল পাপি মানুষদের বা দোষী মানুষদের শাস্তি স্বরূপ যেমন- গোমূত্র ও গোবর ভক্ষন।

তাই তিনি তার 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থে হিন্দুত্বের রাজনীতির মূল তাত্ত্বিক কাঠামোকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি হিন্দুত্ব বলতে বুঝিয়েছেন ভারতীয় সবকিছুর একটিও অন্তর্ভুক্ত শব্দ।

সাভারকারের মতে, হিন্দু জাতিকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তিনটি বিষয় - **রাষ্ট্র, জাতি এবং সংস্কৃতি**, তিনি হিন্দুগত, জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত বন্ধনে সংঘবদ্ধভাবে বেঁধে রাখতে হিন্দুত্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

সাভারকর সনাতন ধর্মের সকল মানুষকে একত্রিত করার জন্য তিনি তার 'রাষ্ট্রদর্শন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,সনাতন ধর্ম মতে **হিন্দু ধর্ম হচ্ছে একটি সংস্কৃতি** যার সাথে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব এবং শিকড়া কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত। তিনি এই সকল ধর্মগুলিকে চিহ্নিত করেছেন হিন্দু ধর্ম হিসেবে এবং এগুলি সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যেটুকু পার্থক্য বা ভেদাভেদ রয়েছে তা দূরীকরণের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সাভারকার ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে **ছয়টি** যুগের কথা উল্লেখ করেন। সেই ছয়টি যুগ হলো নিম্নরূপ------

১) চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যা সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়।

২) পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে উত্থান এবং এই যুগে বিদেশী গ্রিক শক্তিকে ধ্বংস করা হয়।

৩) বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব এবং বিদেশি শক আক্রমণকে প্রতিহত করে হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠা।

৪) একই রকম ভাবে মালবের যশোবর্মা আক্রমণকারীদের পরাজিত করে হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন।

৫) পরবর্তীকালে বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করতে মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটে।

সাভারকার এই পাঁচটি যুগের ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ষষ্ঠ যুগের উল্লেখ করে আসা প্রকাশ করেছেন যে, অতীত গরিমার বাহক ভারতীয় হিন্দুরা বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে নিজেদের মুক্ত করবে।

সাভারকার সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করার উদ্যোগে বর্ণ প্রথার অবসানের কথা বলেছেন। এবং অস্পৃশ্যতা দূর করে **অনুলোম ও প্রতিলোম** বিবাহ চালু করার কথা বলেন।

বর্তমান ভারতে দাঁড়িয়ে সমাজের মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদের মনোভাবকে দূর করে এবং একত্রিত ভাবে বসবাস করার জন্য সাভারকার প্রত্যন্তর কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার জন্য আজ সমাজে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা এবং সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়।

রনজিৎ মন্ডল

কুলতলী ড: বি আর আম্বেদকর কলেজ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (বিভাগ)

দ্বিতীয় বর্ষ